ইমাম নববী (র.)

আল আরবাউন

[চল্লিশ হাদীস]

অনুবাদ

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام

আল আরবাউন

(চল্লিশ হাদীস)

মূল

ইমাম নববী (র.)

অনুবাদ

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

সয়লাব প্রকাশন

আল আরবাউন

মূলঃ ইমাম নববী (র.)

অনুবাদঃ মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

প্রকাশনায়

সয়লাব প্রকাশন

মোবাইল: ০১৯১৯৭২৮২৮২

saylabprokashon@gmail.com

প্রকাশকাল

জুন, ২০১৭ ঈসায়ী

রামাদান, ১৪৩৮ হিজরী

জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বাংলা

মুদ্রণ

ছাপাকানন

মাছুদিঘির পাড়

তালতলা, সিলেট। ফোন: ০১৭১১৩৩৬৪০৭

পরিবেশক

সাইমুন লাইব্রেরী

হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা সংলগ্ন

সোবহানীঘাট, সিলেট

প্রাপ্তিস্থান

রশিদ বুক হাউস

৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

নোমানিয়া লাইব্রেরী

হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট

মূল্যঃ ৬০.০০ [ষাট টাকা মাত্র]

AL-ARBAUN (Fourty Hadith), By Imam An-Nawawi (R.), Translated By: Mohammad Najmul Huda Khan, Published by: Saylab Prokashon, Date of Publication: June 2017, Printed by: Chapakanon, Machudighir Par, Taltola, Sylhet. Price : 60.00 (Sixty) Taka only.

সূচিপত্র

দু'আয়ে খায়ের	৫
মূল গ্রন্থকার পরিচিতি	৬
মূল গ্রন্থকারের বক্তব্য	১২
অনুবাদকের কথা	১৪
হাদীস-১ : নিয়তের গুরুত্ব	১৫
হাদীস-২ : ঈমান, ইসলাম ও ইহসান	১৬
হাদীস-৩ : ইসলামের মূল ভিত্তি	১৮
হাদীস-৪ : মানুষের সৃষ্টি ও তাকদীর	১৮
হাদীস-৫ : দীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কার পরিত্যাজ্য	১৯
হাদীস-৬ : হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট	২০
হাদীস-৭ : কল্যাণকামিতাই ধর্ম	২১
হাদীস-৮ : দীনের জন্য জিহাদ	২১
হাদীস-৯ : নবী করীম (সা.)-এর আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন	২২
হাদীস-১০ : হারাম গ্রহণকারীর দু'আ কবূল হয় না	২৩
হাদীস-১১ : খটকা সৃষ্টিকারী বিষয় পরিহার করা	২৩
হাদীস-১২ : অহেতুক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করা	২৪
হাদীস-১৩ : নিজের জন্য যা পছন্দ অন্যের জন্য তা পছন্দ করা	২৪
হাদীস-১৪ : মুসলমানদের রক্তপাত করা বৈধ নয়	২৫
হাদীস-১৫ : প্রতিবেশী ও মেহমানের প্রতি কর্তব্য	২৫
হাদীস-১৬ : রাগান্বিত না হওয়া	২৬
হাদীস-১৭ : সর্বক্ষেত্রে উত্তম ব্যবহার করা	২৬
হাদীস-১৮ : আল্লাহর ভয় ও ভালো কাজ করা	২৭
হাদীস-১৯ : আল্লাহর নিকট চাওয়া ও তাঁর উপর নির্ভরতা	২৮
হাদীস-২০ : লজ্জাশীলতা	২৯
হাদীস-২১ : ঈমানের উপর অবিচল থাকা	২৯
হাদীস-২২ : বেহেশত লাভের মাধ্যম	৩০
হাদীস-২৩ : কয়েকটি তাসবীহ ও নেক আমলের ফযীলত	৩০
হাদীস-২৪ : অন্যের উপর যুলুম করা হারাম	৩১

হাদীস-২৫ : প্রত্যেক ভালো কাজই সদকা ৩৩
হাদীস-২৬ : প্রত্যেক নেক কাজই সদকা ৩৪
হাদীস-২৭ : মনে খটকা সৃষ্টিকারী বিষয়ই হলো পাপ ৩৪
হাদীস-২৮ : রাসূল (সা.) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা ৩৫
হাদীস-২৯ : সফলতা ও কল্যাণের দ্বার ৩৬
হাদীস-৩০ : ফরয কর্ম সম্পাদন করা এবং সীমালঙ্ঘন না করা ৩৮
হাদীস-৩১ : আল্লাহর ভালোবাসা ও মানুষের ভালোবাসা অর্জনের উপায় ৩৮
হাদীস-৩২ : কারো ক্ষতি না করা ৩৯
হাদীস-৩৩ : সাক্ষ্য প্রমাণ বাদীপক্ষের, শপথ বিবাদীর ৪০
হাদীস-৩৪ : মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ৪০
হাদীস-৩৫ : মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই ৪১
হাদীস-৩৬ : মানুষের কষ্ট লাঘব ও সম্মিলিতভাবে কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত ৪১
হাদীস-৩৭ : নেক কাজের ইচ্ছা করলেও সওয়াব হয় ৪৩
হাদীস-৩৮ : আল্লাহর ওলীদের সাথে শত্রুতার পরিণাম ৪৩
হাদীস-৩৯ : অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করে দেন ৪৪
হাদীস-৪০ : দুনিয়াতে এমন হও যেন একজন অপরিচিত ব্যক্তি কিংবা মুসাফির ৪৫
হাদীস-৪১ : রাসূল (সা.) কর্তৃক আনীত বিষয়ের অনুসরণ ৪৫
হাদীস-৪২ : আল্লাহ বান্দার ডাকে সাড়া দেন ও তাকে ক্ষমা করেন ৪৬

উস্তাযুল কুররা ওয়াল মুহাদ্দিসীন, মুরশিদে বরহক

হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী

বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী-এর

দু'আয়ে খায়ের

الحمد لله رب العالمين والصلٰوة والسلام علٰي سيد المرسلين وعلى اٰله وأصحابه أجمعين–

ইমাম নববী (র.), যিনি সত্যপথের পথিক হক্কানী উলামায়ে কেরামের জন্য এক নূরানী চেরাগ, মাওলানা নজমুল হুদা খান তাঁর রচিত 'আল আরবাউন' এর বঙ্গানুবাদ করেছেন। বাংলাভাষী বিরাদরানে ইসলাম এ অনুবাদ পুস্তকের দ্বারা উপকৃত হবেন।

আল্লাহ তাআলা নজমুল হুদা খানের এ চেষ্টাকে কবূল করুন এবং ভবিষ্যতে খালিস নিয়তে এ ধরনের নেক কর্ম সম্পাদনের তাওফীক দান করুন।

[মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী]

মূল গ্রন্থকার ইমাম নববী (র.)–এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইমাম নববী (র.)-এর নাম ইয়াহইয়া, উপনাম আবূ যাকারিয়া, উপাধি মহিউদ্দীন। তাঁর পিতার নাম শরফ। ইমাম নববী (র.) মুসলিম বিশ্বে সুপরিচিত একজন ফকীহ, মুজতাহিদ ও হাফিযে হাদীস ছিলেন। তিনি ৬৩১ হিজরী (১২৩৩ খ্রি.) সনের মহররম মাসে বর্তমান সিরিয়ার 'নাওয়া' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই লালিত-পালিত হন। ইসমাঈল বাশা আল-বাগদাদী 'হাদিয়াতুল আরিফীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নাওয়া হলো হাওরানের একটি গ্রাম; দামেশক ও এর মধ্যে দুই দিনের দূরত্ব। নাওয়া (نوي) গ্রামে জন্মহেতু তিনি ইমাম নববী (نووي) নামে সুপরিচিতি লাভ করেন।

নসবনামা

তাঁর নসবনামা হলো- আবূ যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনু শরফ ইবনে শুরী ইবনে হাসান ইবনে হুসায়ন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জামআহ ইবনে হিযাম আন নববী আদ দিমাশকী (র.)।

শিক্ষাজীবন

শৈশব থেকেই ইমাম নববী (র.) ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে তাঁর বাবা তাঁকে স্থানীয় একজন শিক্ষকের নিকট কুরআন শরীফ শেখার জন্য নিয়ে যান। সে বয়সেই তিলাওয়াতে কুরআন-এর প্রতি তাঁর এতই আগ্রহ জন্মে যে এক মুহূর্তও তিনি তা থেকে দূরে থাকতে চাইতেন না। শৈশবের চঞ্চলতা কিংবা দুরন্তপনা তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত থেকে দূরে সরাতে পারত না। একবার সমবয়সীরা তাঁকে জোর করে খেলার মাঠে নিয়ে গেলে তিনি সেখানে কান্না শুরু করে দিয়েছিলেন।

ইমাম নববী (র.)-এর বয়স যখন ঊনিশ বছর তখন তাঁর পিতা তাঁকে দামেশকে নিয়ে যান। সেখানে তিনি মাদরাসায়ে রাওয়াহিয়্যায় অবস্থান করেন এবং শায়খ কামালুদ্দীন ইসহাক ইবনু আহমদ আল-মাগরিবী (র.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি সেখানে অবস্থানকালে অল্প দিনে বিভিন্ন বিষয় আত্মস্থ করেন।

ইমাম নববী (র.) যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কিরামের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকহ, ইলমুল রিজাল, ইলমুল লুগাহসহ বিবিধ শাস্ত্রে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। আবুল হাসান ইবনুল আত্তার বলেন, ইমাম নববী প্রতিদিন হাদীস, ফিকহ, উসূল, ইলমুল রিজাল, ইলমুল লুগাহসহ বিভিন্ন বিষয়ে বারটি দারস গ্রহণ করতেন।

ইমাম নববী (র.) আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনু ঈসা আল মুরাদী (র.) এর নিকট হাদীস (বুখারী ও মুসলিম) শিক্ষাগ্রহণ করেন। একদল যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসের নিকট থেকে তিনি হাদীস শুনেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন- আবূল ফারজ আবদুর রাহমান ইবনু আবি ওমর আল মুকাদ্দিসী, ইসমাঈল ইবনু আবিল য়ূসর, যায়নুদ্দীন আবুল আব্বাস ইবনু আবদিদ দাইম, খালিদ আন নাবলুসী, আবদুল আযীয ইবনু আহমদ ইবনে আবদিল মুহাসিন আল আনসারী, দ্বিয়া ইবনু তামমাম আল হানাফী, হাফিয আবূল ফদ্বল আল বিকরী, আবুল ফদল আবদুল করীম ইবনু আবদিস সামাদ, আবদুর রাহমান ইবনু সালিম আল আনবারী, আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু আবিল ফাতহ আস সায়রাফী, ইবরাহীম ইবনু আলী আল ওয়াসিতী প্রমুখ।

ইমাম নববী (র.) ইবনুস সালাহ (র.)-এর একদল অনুসারীর নিকট উলূমূল হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। আবূল বাকা খালিদ ইবনু ইউসূফ আন নাবলুসী'র নিকট 'ইলমুল রিজাল' শিক্ষাগ্রহণ করেন। আর কাযী আবদুল ফাতহ ওমর ইবনু বুনদার আত তাফলিসী (র.)–এর নিকট ফিকহ শিক্ষাগ্রহণ করেন। এছাড়া ইসহাক আল মাগরিবী, কামাল সাল্লার ইবনু হাসান আল-ইরবলী, আবদুর রাহমান ইবনু নূহ আল মুকাদ্দিসী, আবূ হাফস ওমর ইবনু আসআদ ইবনে আবি গালিব আর-রিবঈ আল-ইরবলী (র.) প্রমুখের নিকট থেকে ফিকহ শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।

তিনি শায়খ ফখরুদ্দীন মালিকী, আবুল আব্বাস আহমদ ইবনু সালিম আল মিসরী, জামালুদ্দীন ইবনু মালিক (র.) প্রমুখের নিকট থেকে ইলমুল লুগাহ শিক্ষাগ্রহণ করেন।

ইমাম নববী (র.)-এর সমকাল

ইমাম নববী (র.)-এর সময়ে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ছিল। তাতারীদের আক্রমণে মুসলিম বিশ্ব তখন এক কঠিন সময় পার করছিল। বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও অঞ্চল বিজয়ে তাতারীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। তাদের এ আক্রমণের ব্যাপ্তিকাল ছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। ৬০৬ হিজরীতে চেঙ্গিস খান কর্তৃক তুরক, ফারগানা ও খোরাসানের শাসনকর্তা খাওয়ারিজম শাহ'র বাহিনীর উপর হামলার মধ্য দিয়ে এর সূচনা হয়েছিল। এরপর তারা বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান অব্যাহত রাখে। ৬১৭ হিজরীতে তারা বোখারা ও সমরকন্দ দখল করে নেয়। একে একে ইরাক, তুরস্ক ও সিরিয়ার অগণিত শহর ধ্বংস করে। এমনকি তারা বাগদাদ, আলেপ্পো ও দামেশক দখল করে নেয় এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করে। ৬৫৬ হিজরীতে হালাকু খান দুই লাখ সৈন্য নিয়ে বাগদাদে প্রবেশ করে। একাধারে চল্লিশ দিন তারা হত্যাযজ্ঞ চালায়। বাগদাদের আলেম-উলামা, ফুকাহা, আমীর-উমারা ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ লাখ লাখ মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ৬৫৮ হিজরীতে তারা দামেশক দখল করে। অবশেষে মুসলমানদের মুক্তির দূত হিসেবে আবির্ভূত হন সাইফুদ্দীন কুতয। তিনি মুইয্যিয়া মামলুকদের প্রধান ও মামলুক সালতানাতের সেনাপতি ছিলেন। ৬৫৫

হিজরী সনে মিশরের মামলুক সুলতান ইয্যুদ্দীন আইবেক ও শাজারাতুত দূর নিহত হওয়ার পর ইয্যুদ্দীন আইবেকের অল্পবয়স্ক সন্তান নুরুদ্দীন আলী সুলতান হন। দু'বছর পর তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ৬৫৭ হিজরী সনে সাইফুদ্দীন কুত্য বাদশাহ নির্বাচিত হন। তিনি 'আল মালিক আল মুযাফ্ফর' উপাধি ধারণ করে মিশরের রাজ ক্ষমতায় আরোহন করেন। ৬৫৮ হিজরীতে তার নেতৃত্বে আইনে জালুতের যুদ্ধে তাতারীরা নির্মমভাবে পরাজিত হয়। ইরাক, মিশর ও সিরিয়াসহ মুসলিম দেশ ও অঞ্চলসমূহ মুসলমানদের হাতে ফিরে আসে। মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ ও দামেশক পুনরুদ্ধার হয়। আইনে জালুতের যুদ্ধে সাইফুদ্দীন কুতয স্বয়ং উপস্থিত থেকে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভের ফলে তাতারীদের শক্তি দুর্বল হয়। ফলে শান্তি ফিরে আসে মুসলিম বিশ্বে। অবশ্য এরও কিছু পূর্ব থেকে তাতারীরা মুসলমান হতে শুরু করে। 'স্বর্ণগোত্র' নামে খ্যাত তাদের মধ্যকার একটি গোত্রপ্রধান ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ৬৫২ হিজরীতে গোত্রপ্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার নাম বারাকা খান। তার ইসলাম গ্রহণের ফলে তার গোত্রের সকল লোক ক্রমান্বয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা হালাকু খানের বিরুদ্ধে জোট বেঁধে বিভিন্ন যুদ্ধও পরিচালনা করেছিল।

ইমাম নববী (র.) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন বাগদাদের খলীফা ছিলেন মুসতানসির বিল্লাহ (ওফাত: ৬৪০ হিজরী)। তিনি তার সময়ে তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেছিলেন এবং তাদের পরাভূতও করেছিলেন। কিন্তু তাতারীরা দমে যায়নি বরং তাদের বিজয় অভিয়ান অব্যাহত রেখেছিল। ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর বর্ণনামতে, মুসতানসির বিল্লাহ একজন ন্যায়পরায়ন ও প্রজাবৎসল খলীফা ছিলেন। দ্বীনী জ্ঞান বিস্তার, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও আলিম-উলামার পৃষ্ঠপোষতায় তিনি উদারহস্ত ছিলেন। তিনি 'মাদরাসা আল মুসতানসিরিয়া' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৬২৫ হিজরীতে এ মাদরাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এবং ৬৩১ হিজরীতে কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। এ মাদরাসায় একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। এর কিতাবাদি বহন করতে ১৬০টি উটের প্রয়োজন হতো। চার মাযহাবের শিক্ষার্থীগণ এখানে জ্ঞানচর্চা করতেন। ইলমে হাদীস, ইলমে নাহু, চিকিৎসা বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের পৃথক পৃথক অনুষদ সেখানে ছিল। খলীফা জ্ঞানচর্চায় নিবেদিত আহলে ইলমদের মোটা অঙ্কের ভাতা প্রদান করতেন। তাঁর সময়ে ৬২৮ হিজরীতে দামেশকের শাসনকর্তা মালিক আশরাফ 'মাদরাসায়ে আশরাফিয়া' নামে অপর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। ৬৩২ হিজরীতে এর কাজ শেষ হয়েছিল। পরবর্তীতে ৬৬৫ হিজরীতে ইমাম নববী (র.) এ মাদরাসার 'শায়খ' নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ইমাম নববী (র.) মুসতানসির বিল্লাহ ছাড়াও আরো যেসকল খলীফার যুগ পেয়েছিলেন তারা হলেন বাগদাদের শেষ আব্বাসী খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ (ওফাত:

৬৪৮হিজরী), মিশরের প্রথম আব্বাসী খলীফা দ্বিতীয় মুসতানসির বিল্লাহ (ওফাত: ৬৬০ হিজরী) ও আল হাকীম বি-আমরিল্লাহ (ওফাত: ৭০১ হিজরী)।

কর্মজীবন

ইমাম নববী (র.) মূলত দারস-তাদরীস, ফাতওয়া প্রদান ও গ্রন্থ রচনায় আপন কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন। ৬৬৫ হিজরী সনে ইমাম আবূ শামার ইন্তিকালের পর তিনি 'মাদরাসায়ে আশরাফিয়া'র শায়খ নিযুক্ত হন। তাঁর নিকট অগণিত আলিম, হাফিযে হাদীস ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর জ্ঞান ও ফতওয়া দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর রচনার দ্বারা মুসলমানগণ অনেক উপকৃত হয়েছেন।

গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ইমাম নববী (র.) ছিলেন শায়খুল ইসলাম। তিনি শাফিঈ মাযহাবের একজন ইমাম ও সময়ের সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উত্তম চরিত্রের অধিকারী, ইবাদতগুজার, দুনিয়া বিরাগী ফকীহ ও মুজতাহিদ। তিনি জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি নামায-রোযা, যিক্র-আযকার, দুআ-দুরুদসহ বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগীতে সর্বদা রত থাকতেন। তার জীবনের সকল কর্ম আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল।

তিনি সময় নষ্ট করতেন না

তিনি অত্যন্ত সময় সচেতন ছিলেন। দিন বা রাতের কোনো সময় অযথা নষ্ট করতেন না। বেশির ভাগ সময় জ্ঞান চর্চায় মশগুল থাকতেন। এমনকি সফরে যাওয়া-আসার পথেও তিনি একই কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

হাদীস ও ফিকহের হাফিয

তিনি হাফিযে হাদীস ছিলেন। উলূমুল হাদীস ও ইলমুল রিজালে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি হাদীসে নববী থেকে ফিকহী মাসআলা উদ্ভাবন করতেন। শাফিঈ মাযহাবের ফিক্হ, উসূল ও এর শাখা-প্রশাখা তাঁর মুখস্থ ছিল।

এমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈনের মাযহাব (বিভিন্ন মতামত), উলামায়ে কিরামের ইখতিলাফ, তাঁদের মৃত্যু সন, তাঁদের ইজমা ইত্যাদি তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি ছিলেন সলফে সালিহীনের পূর্ণ অনুসারী। গ্রন্থ রচনা, শিক্ষাদান, ইবাদত-বন্দেগী, কুরআন তিলাওয়াত এবং ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে।

অল্প আহার ও অল্প নিদ্রা

দিনে ও রাতে একবার ইশার পরে আর একবার সেহরীর সময় তিনি খাবার গ্রহণ করতেন। তিনি রাতে অত্যন্ত কম সময় ঘুমাতেন। বেশির ভাগ সময়ই জ্ঞান চর্চা ও

ইবাদতে কাটাতেন। তাঁর চারপাশে শুধু কিতাব আর কিতাব থাকতো। ইবনু জামআহ (র.) বলেন, যখন আমি তাঁর সাথে দেখা করতে আসতাম তখন এক কিতাবের উপর অন্য কিতাব রাখতাম যাতে তাঁর বসার জায়গাটা একটু প্রশস্ত হয়।

উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে ইমাম নববী (র.)

আল্লামা ইবনু কাসীর বলেন, ইমাম নববী (র.) ছিলেন একজন শায়খ, আলিম, ও মহাজ্ঞানী ব্যক্তিত্ব। তিনি আপন মাযহাবের ইমাম ও তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন।

ইমাম যাহাবী লিখেছেন, ইমাম নববী (র.) ছিলেন একজন শায়খ, ইমাম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, হাফিযে হাদীস, দুনিয়া বিরাগী, ইবাদতগুজার, ফকীহ ও মুজতাহিদ। তিনি ছিলেন শায়খুল ইসলাম, হাসানাতুল আনাম—সৃষ্টিকূলের সৌন্দর্যের প্রতীক, মুহিউদ্দীন—দ্বীনের পুনরুজ্জীবনকারী এবং এমন বহু গ্রন্থ প্রণেতা, যা দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে এবং যা বিভিন্ন দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ইমাম যাহাবী আরো লিখেছেন, ইমাম নববী (র.) ইবাদত-বন্দেগী, রোযা, তাহাজ্জুদ, যিক্‌র-আযকার, দুআ-দুরুদ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিফাযত, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অবস্থান ও দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্থ জীবনের উপর ধৈর্যধারণের পাশাপাশি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াবের প্রত্যাশায়ই মহৎ কর্ম সম্পাদন ও গ্রন্থ রচনায় নিবিষ্ট ছিলেন।

আরিফ বিল্লাহ শায়খ আবূ আবদিল হালীম মুহাম্মদ আল আখমিনী (র.) বলেন, শায়খ মুহিউদ্দিন সাহাবায়ে কিরামের পথ-পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন।

শায়খ তকী উদ্দিন সুবুকী (র.) বলেন, ইমাম নববী (র.)-এর মধ্যে যে সকল গুণের সমাহার ঘটেছিল তাবিঈগণের পরে এতগুণের সমাহার আর কারো মধ্যে হয়নি।

রচিত গ্রন্থাবলী

ইমাম নববী (র.) অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-

১. আল-মিনহাজ ফী শারহি সহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ (মুসলিম শরীফের ব্যখ্যা)
২. রিয়াদুস সালিহীন মিন কালামি সায়্যিদিল মুরসালীন
৩. আল আযকার আল মুনতাখাবাহ মিন কালামি সায়্যিদিল আবরার
৪. আত তাকরীব ওয়াত তাইসীর লি-মা'রিফাতি সুনানিল বাশীর ওয়ান নাযীর
৫. আল ইরশাদ ফী ইলমিল হাদীস
৬. আল খুলাসা ফী আহাদিসিল আহকাম
৭. আল-আরবাউন ফী মাবানিল ইসলাম ওয়া কাওয়াইদিল আহকাম
৮. শারহুল বুখারী (বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা)
৯. শারহু সুনানি আবি দাউদ (সুনানু আবি দাউদের ব্যাখ্যা)
১০. মুখতাসারুত তিরমিযী

১১. বুসতানুল আরিফীন
১২. শারহুল মুহাযযাব
১৩. তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত
১৪. মিনহাজুত তালিবীন (মুখতাসারুল মুহাররার লির রাফিঈ)
১৫. আল ঈদাহ ফী মানাসিকিল হজ্জ
১৬. রাওদাতুত তালিবীন ওয়া উমদাতুল মুফতিয়্যীন
১৭. মুহিম্মাতুল আহকাম
১৮. মুখতাসার মুবহামাতিল খাতীব
১৯. আল মাসাইলুল মানছুরাহ (ফাতাওয়া)
২০. আর-রিসালাতু ফি কিস্‌মাতিল গানাইম
২১. তাবাকাতুশ শাফিয়্যা
২২. মানাকিবুশ শাফিঈ
২৩. নুকতুত তানবীহ (আত তানবীহ-এর ব্যাখ্যা)
২৪. আত তিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন
২৫. তুহফাতুত তালিব আন নাবীহ (আত তানবীহ-এর ব্যাখ্যা)
২৬. আত তানকীহ (আল ওয়াসীত এর ব্যাখ্যা)
২৭. জুয ফিল ইসতিসকা
২৮. জুয ফিল কিয়াম লি-আহলিল ফাদ্বলি, ইত্যাদি।

ইন্তিকাল

ইমাম নববী (র.) খুব দীর্ঘ জীবন লাভ করেননি। তিনি ৬৭৬ হিজরী (১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) রজব মাসে দামেশকে ইন্তিকাল করেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনে তিনি যে বিশাল ইলমী খিদমত আন্‌জাম দিয়েছেন এবং যে ইলমী উত্তরাধিকার রেখে গেছেন এর কোনো তুলনা হয় না।

তথ্যসূত্রঃ

১. আল মিনহাজুস সাওয়ী ফী তারজামাতিল ইমাম আন নববী
-আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)
২. তারীখুল খুলাফা
-আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)
৩. তাযকিরাতুল হুফফায
-আল্লামা শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র.)
৪. আ'যাবুর রাভী ফী তারজামাতিল ইমাম আন নববী
-আবদুল হামীদ ইবনু সালিহ আল গামিদী
৫. আল আতারুশ শাযী মিন তারজামাতিল ইমাম আন নববী
- মুহাম্মদ দাউদ দাসূকী খাত্তাবী

মূল গ্রন্থকারের বক্তব্য

بسم الله الرحمٰن الرحيم

সমস্ত জগতের প্রতিপালক, আসমান ও যমীনসমূহের তত্ত্বাবধায়ক, সৃষ্টিকুলের পরিচালক এবং মানুষের হিদায়াত ও অকাট্য-সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদির আলোকে দীনের বিধি-বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট রাসূলগণকে প্রেরণকারী মহান আল্লাহর সকল প্রশংসা। আমি তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতরাজির জন্য প্রশংসা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর আরো অনুগ্রহ ও দয়া কামনা করছি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, প্রবল প্রতাপান্বিত, দয়াময় ও ক্ষমাশীল। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সায়্যিদুনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রেমাস্পদ, যিনি সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যুগ-যুগান্তরের চিরন্তন মু'জিযা আল কুরআন এবং সঠিক পথ প্রত্যাশীদের জন্য আলোকবর্তিকারূপ সুন্নাহ'র মাধ্যমে সম্মানিত আর যিনি অল্পকথায় অধিক ভাবপ্রকাশ ও দীনের মহানুভবতার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্টমণ্ডিত। সালাত ও সালাম তাঁর প্রতি, নবী-রাসূলগণ, তাঁদের পরিবার-পরিজন ও নেককারদের প্রতি।

হযরত আলী ইবনু আবি তালিব, হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, হযরত মুআয ইবনু জাবাল, হযরত আবূ দারদা, হযরত ইবনু আব্বাস, হযরত আনাস ইবনু মালিক, হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বিভিন্ন সনদে ও বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَنْ حَفِظَ عَلٰى أُمَّتِيْ أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا مِنْ أَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ زُمْرَةِ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ .

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য দীনী বিষয়ে চল্লিশটি হাদীস সংরক্ষণ করবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে ফকীহ ও আলিমগণের দলভুক্ত করে উঠাবেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, 'যে ব্যক্তি দীনী বিষয়ে চল্লিশটি হাদীস সংরক্ষণ করবে আল্লাহ তাকে ফকীহ ও আলিম হিসেবে উঠাবেন।' হযরত আবূ দারদা (রা.)-এর বর্ণনায় আছে, [রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন] 'কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হবো।' ইবনু মাসঊদ (রা.)-এর বর্ণনায় আছে, 'তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করো।' ইবনু ওমর (রা.)-এর বর্ণনায় আছে, 'তাকে আলিমদের দলে লিপিবদ্ধ করা হবে এবং শহীদদের সাথে তার হাশর হবে।' হাফিযে হাদীসগণ একমত যে, এ হাদীসটি দুর্বল, যদিও এটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।

উলামায়ে কিরাম চল্লিশ হাদীস বিষয়ে অগণিত কিতাব রচনা করেছেন। আমার জানামতে এ বিষয়ে প্রথম কিতাব রচনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক

(রা.)। তারপর আলিমে রাব্বানী মুহাম্মদ ইবনু আসলাম আত-তুসী, তারপর হাসান ইবনু সুফিয়ান আন-নাসাঈ, আবূ বকর আল-আজিরী, আবূ বকর ইবনু ইবরাহীম আল-ইস্পাহানী, দার কুতনী, হাকিম, আবূ নুআইম, আবূ আবদির রাহমান আস-সুলামী, আবূ সাঈদ আল-মাআলী, আবূ উসমান আস-সাবূনী, আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ আল-আনসারী, আবূ বকর আল-বায়হাকী (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ অগণিত মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন এ বিষয়ে কিতাব রচনা করেছেন। উপরোক্ত সুপরিচিত ইমাম ও হুফ্ফাযে ইসলামের অনুসরণে চল্লিশ হাদীস সংকলনে আমি ইস্তেখারা করেছি। আমলের ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল (যঈফ) হাদীসের উপর আমল করা জায়িয হওয়ার বিষয়ে উলামায়ে কিরাম একমত। এতদসত্ত্বেও আমি এখানে উপরোক্ত দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভর করিনি। বরং আমি নির্ভর করেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুটি বাণীর উপর :

এক. لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ

অর্থাৎ, যারা উপস্থিত আছেন তারা যেন অনুপস্থিত লোকজনের নিকট (আমার বাণী) পৌঁছে দেয়।

দুই. نَضَّرَ اللهُ امْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তির মুখকে উজ্জল করুন, যে আমার কথা শুনেছে অতঃপর তা সংরক্ষণ করেছে, তারপর তা যেভাবে শুনেছে সেভাবে অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে।

উলামায়ে কিরামের মধ্যে যারা চল্লিশ হাদীসের সংকলন করেছেন তাদের মধ্যে অনেকে দীনের মৌলিক বিষয়ে আবার অনেকে শাখা-প্রশাখা নিয়ে, কেউ কেউ জিহাদ, কেউ যুহদ, কেউ আদব আবার কেউ খুতবা নিয়ে কিতাব রচনা করেছেন। এ সবই নেক প্রচেষ্টা। আল্লাহ তাআলা এ নেক ইরাদাকারীগণের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আমি এ সকল বিষয়ের মধ্যে চল্লিশ হাদীস সংকলনে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলাম তা হলো এমন চল্লিশ হাদীস সংকলন করা যেগুলোর মধ্যে উপরোক্ত সকল বিষয় শামিল থাকে এবং প্রত্যেকটি হাদীস দীনের নীতিমালাসমূহের মধ্যে এক একটি বড় নীতি হয়। যেমন কোনো হাদীস সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি এর উপর অথবা এটি ইসলামের অর্ধেক, অথবা এটি ইসলামের এক তৃতীয়াংশ ইত্যাদি। এখানে চল্লিশ হাদীসের ক্ষেত্রে আমি কেবল সহীহ হাদীস নির্বাচন করেছি, যার বেশিরভাগ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে। আর আমি হাদীসগুলো সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছি যাতে তা মুখস্থ করতে সহজ হয় এবং আল্লাহ চাহে তো এর দ্বারা অধিক উপকার লাভ করা যায়।

আল্লাহর উপরই আমার ভরসা, তাঁর কাছেই আমার আত্মসমর্পন ও নির্ভরতা। সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তাঁরই। তাওফীক ও সফলতা তাঁরই পক্ষ থেকে।

অনুবাদকের কথা

ইমাম মুহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শরফ আন নববী (র.) মুসলিম বিশ্বে সুপরিচিত একজন মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। হাদীস, শরহুল হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সকল গ্রন্থই অত্যন্ত সমাদৃত।

'আল আরবাউন' চল্লিশ হাদীস বিষয়ে তাঁর একটি সংকলন। এতে মোট ৪২টি হাদীস রয়েছে। এখানে উল্লিখিত সকল হাদীস সহীহ এবং বেশিরভাগই দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কিত। এখানে এমন হাদীসও রয়েছে যাকে উলামায়ে কিরাম ইসলামের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বলে থাকেন। ইমাম নববী (র.)-এর 'আল আরবাউন' এর অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইবনু দাকীক আল ঈদ, ইবনু রজবসহ বড় বড় উলামা-মুহাদ্দিসীন এর ব্যাখ্যা করেছেন। এর অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করার মতো যোগ্যতা আমার নেই। তথাপি হাদীসে নববীর খিদমতে শামিল হবার আকাঙ্ক্ষা ও আল আরবাউনের সুমহান ফযীলত ও বরকত লাভের প্রত্যাশা নিয়ে অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশ করছি। মহান আল্লাহর দরবারে বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবূল করেন এবং এর ওসীলায় দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবী দান করেন। আমীন।

'আল আরবাউন'-এর অনুবাদ মূলানুগ রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্যেক হাদীসে একটি শিরোনাম এবং টীকার মধ্যে বিস্তারিত তথ্যসূত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। সাধারণ পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে হাদীসের ইবারত হরকতসহ উল্লেখ করা হয়েছে। শুরুতে মূল গ্রন্থকার ইমাম নববী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থটিকে যথাসাধ্য নির্ভুল করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও হাদীসের ইবারত, অনুবাদ কিংবা যে কোনো ক্ষেত্রে কোনো ভুল কারো দৃষ্টিগোচর হলে জানিয়ে কৃতার্থ করবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

গ্রন্থটি প্রকাশে যারা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। বিশেষত আমাদের আত্মার আত্মীয়, মুরশিদে বরহক, রাহনুমায়ে তরীকত, শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী মকবুল দুআ দিয়ে ধন্য করেছেন। তাঁর শুকরিয়া জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন, তাঁর রূহানী তাওয়াজ্জুহের বদৌলতে অন্ধকার হৃদয় মা'রিফাতের নূরে উদ্ভাসিত করুন, কঠিন হৃদয়ে হুব্বে রাসূলের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করুন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা প্রত্যাশী মানুষের হিদায়াত আর গরীব-দুঃখী, এতীম-অনাথ, দুঃস্থ মানুষের সেবায় তাঁর খিদমতের ধারা অব্যাহত রাখুন। আমীন।

মা'আস সালাম

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
প্রভাষক (আরবী)
বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল (এম.এ) মাদরাসা

بسم الله الرحمن الرحيم

হাদীস-১
নিয়তের গুরুত্ব

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ" .

رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَةَ الْبُخَارِيُّ الْجُعْفِيُّ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي "صَحِيْحَيْهِمَا" اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ.

অনুবাদ : আমীরুল মু'মিনীন আবূ হাফস উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই। আর যার হিজরত দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে অথবা কোনো মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই বিবেচিত হবে যে জন্য সে হিজরত করেছে।

হাদীসখানা ইমামুল মুহাদ্দিসীন আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনিল মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী এবং ইমামুল মুহাদ্দিসীন আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল কুশায়রী আন নিশাপুরী তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন।[১] এ গ্রন্থদ্বয় রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশুদ্ধতম।

---

[১] ইমাম আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনিল মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী (র.), আল জামি' আস সহীহ, বাব-كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم হাদীস নং ০১; আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল কুশায়রী আন নিশাপুরী (র.), আল জামি' আস সহীহ, বাব- باب قوله صلى الله عليه و سلم إنما الأعمال بالنية হাদীস নং ১৯০৭

হাদীস-২
ঈমান, ইসলাম ও ইহসান

عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَيْضًا قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرٰى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلٰى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْنَا مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟. قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ ". رواه مسلم.

অনুবাদ: হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় ধবধবে সাদা পোশাক ও ঘনকালো চুল বিশিষ্ট একজন লোক আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। তার মধ্যে সফরের কোনো চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল না, আর আমাদের কেউও তাকে পরিচয় করতে পারছিলেন না। এমনকি তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে বসলেন এবং তার দুই হাঁটুকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই হাঁটুর সাথে মিলালেন এবং নিজের দুই হাত তাঁর উরুর উপর রাখলেন আর বললেন: হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবগত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম হলো- তুমি একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ

নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রামাদানের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে, যদি তুমি সেখানে পৌঁছতে সমর্থ হও। (উত্তর শুনে) তিনি (প্রশ্নকারী) বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। তার আচরণে আমরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম যে তিনি প্রশ্ন করছেন আবার সত্যায়নও করছেন।

অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবগত করুন (অর্থাৎ ঈমান কি?)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি এবং বিশ্বাস করবে তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি। (উত্তর শুনে) তিনি বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন।

অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবগত করুন (অর্থাৎ ইহসান কি?)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে (মনে করবে যে) তিনি তোমাকে দেখছেন।

এরপর তিনি বললেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবগত করুন (অর্থাৎ কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক জানেন না। তখন তিনি (প্রশ্নকারী) বললেন, তাহলে এর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দাসী তার মনিবকে জন্ম দিবে এবং নগ্নপদ, উলঙ্গ শরীর, দরিদ্র, মেষ রাখালদের উঁচু দালান নিয়ে গর্ব করতে দেখবে।

অতঃপর ঐ ব্যক্তি (প্রশ্নকারী) চলে গেলে আমি (ওমর) কিছুক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওমর, তুমি কি জানো এই প্রশ্নকারী কে? আমি জবাব দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি হলেন জিবরীল (আ.)। তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষাদানের জন্য তিনি এসেছিলেন। (মুসলিম)[২]

---

[২] মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব- باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالي হাদীস নং ০৮

হাদীস-৩
ইসলামের মূল ভিত্তি

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ". رواه البخاري ، ومسلم.

অনুবাদ: আবূ আবদির রাহমান আবদুল্লাহ ইবনু উমর ইবনিল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: ১. একথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল, ২. নামায কায়েম করা, ৩. যাকাত দেয়া, ৪. বায়তুল্লাহ'র হজ্জ করা, ও ৫. রামাদানের রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)[৩]

হাদীস-৪
মানুষের সৃষ্টি ও তাকদীর

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ؛ فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا". رواه البخاري ، ومسلم.

---

[৩] বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব- باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه و سلم بني الإسلام على خمس হাদীস নং ০৮; মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব- باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام হাদীস নং ২১

অনুবাদ : আবূ আবদির রাহমান আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি সত্যবাদী এবং সত্যবাদী বলে সমর্থিত, তিনি আমাদের ইরশাদ করেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (সৃষ্টির মূল উপাদান) চল্লিশ দিন মাতৃগর্ভে শুক্ররূপে জমা করা হয়, তারপর অনুরূপ চল্লিশ দিন রক্তপিণ্ড রূপে থাকে, এরপর অনুরূপ চল্লিশ দিন মাংসপিণ্ড রূপে থাকে, তারপর তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয়। তিনি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন এবং তাঁকে (ফেরেশতাকে) চারটি বিষয় লিখে দেয়ার হুকুম দেওয়া হয়—তার রিযিক, হায়াত, আমল ও সে কি সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা। আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বেহেশতবাসীর মতো আমল করে এমনকি তার ও বেহেশতের মধ্যে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে এমতাবস্থায় তার লিখন তার উপর অগ্রগামী হয় তখন সে দোযখবাসীর মতো কাজ করতে শুরু করে অত:পর সে দোযখে প্রবেশ করে। (অপরদিকে) তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি দোযখবাসীর মতো আমল করে এমনকি তার ও দোযখের মধ্যে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে এমতাবস্থায় তার লিখন তার উপর অগ্রগামী হয় তখন সে বেহেশতবাসীর মতো আমল করতে শুরু করে অত:পর সে বেহেশতে প্রবেশ করে। (বুখারী ও মুসলিম)[৪]

হাদীস-৫

দীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কার পরিত্যাজ্য

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، : "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ". رواه البخاري ، ومسلم.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ:"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ" .

অনুবাদ: উম্মুল মু'মিনীন, উম্মু আবদিল্লাহ হযরত আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে

[৪] বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাব- ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين باب হাদীস নং ৭০১৬৬, কিতাবু বিদইল খালক, বাব- باب ذكر الملائكة হাদীস নং ৩০৩৬; মুসলিম, বাব- باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته হাদীস নং ২৬৪৩

আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা পরিত্যাজ্য। (বুখারী ও মুসলিম)[৫]

ইমাম মুসলিম (র.)-এর বর্ণনার মধ্যে রয়েছে, যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করে যে বিষয়ে আমাদের দীনের কোনো নির্দেশনা নেই তা পরিত্যাজ্য।

হাদীস-৬
হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُوْلُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ".

رواه البخاري ، ومسلم.

অনুবাদ: হযরত আবূ আবদিল্লাহ নু'মান ইবনু বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এতদুভয়ের মধ্যে অনেক সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে অনেক মানুষ জানে না (অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না)। এমতাবস্থায় যে সন্দেহজনক বিষয় পরিহার করে চলবে তার দীন ও ইয্যত-সম্মান নিরাপদ থাকবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হবে সে (অচিরেই) হারামের মধ্যেও লিপ্ত হবে। যেমন কোনো রাখাল যদি নিষিদ্ধ সীমানার আশে-পাশে পশু চরায়, হতে পারে তার পশু নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যেও মুখ ঢুকিয়ে দিবে। জেনে রাখো, প্রত্যেক বাদশাহর চারণভূমি (নিষিদ্ধ এলাকা) রয়েছে। আর আল্লাহর নিষিদ্ধ এলাকা হলো তার হারামসমূহ।

---

[৫] বুখারী, কিতাবুস সুল্হ, বাব-باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود হাদীস নং ২৫৫০; মুসলিম, কিতাবুল আক্দিয়াহ, বাব- باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور হাদীস নং ১৭১৮

জেনে রাখো, মানব দেহের অভ্যন্তরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যা সঠিক থাকলে সারা দেহ সঠিক থাকে আর এটি বিনষ্ট হলে সারা দেহ বিনষ্ট হয়ে যায়। সেই মাংসপিণ্ড হলো কলব-অন্তর। (বুখারী ও মুসলিম)[৬]

হাদীস-৭
কল্যাণকামিতাই ধর্ম

عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ لِلّٰهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ" . رواه مسلم.

অনুবাদ: হযরত আবূ রুকাইয়া তামীম ইবনু আউস আদদারী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দীন হলো কল্যাণকামিতারই নাম (অর্থাৎ কল্যাণকামিতাই ধর্ম)। আমরা বললাম, কার জন্য? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য। (মুসলিম)[৭]

হাদীস-৮
দীনের জন্য জিহাদ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوْا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ؛ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالٰى". رواه البخاري ، ومسلم.

অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি মানুষদের সাথে জিহাদের জন্য

---

[৬] বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব- باب فضل من استبرأ لدينه হাদীস নং ৫২; মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাহ (كتاب المساقاة), বাব- باب أخذ الحلال وترك الشبهات হাদীস নং ১৫৯৯

[৭] মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব- باب بيان أن الدين النصيحة হাদীস নং ৫৫

আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল আর নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। যখন তারা এরূপ করবে তখন আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে। তবে ইসলামের কোনো হক থাকলে সেটা ভিন্ন কথা (অর্থাৎ ইসলামের বিধান অনুযায়ী কোনো দণ্ডপ্রাপ্ত হলে সে দণ্ড ভোগ করবে)। আর তাদের হিসাব-নিকাশের (অন্তরে যা রয়েছে তার হিসাব-নিকাশের) ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত। (বুখারী ও মুসলিম)[৮]

হাদীস-৯

নবী করীম (সা.)-এর আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: "مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلٰى أَنْبِيَائِهِمْ ".

رواه البخاري ، ومسلم.

অনুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা আবদুর রাহমান ইবনু সখর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আমি তোমাদের যা থেকে নিষেধ করি তা পরিত্যাগ কর এবং তোমাদের যা আদেশ করি তা সাধ্যমতো পালন করো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে তাদের অধিক প্রশ্ন ও নবীদের সাথে তাদের মতানৈক্য ধ্বংস করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৯]

---

[৮] বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব- باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم হাদীস নং ২৫; মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله... হাদীস নং ২২

[৯] বুখারী, কিতাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াসসুন্নাহ, বাব-باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم হাদীস নং ৬৮৫৮; মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, বাব- باب توقيره صلى الله عليه و سلم وترك إكثار سؤاله হাদীস নং ১৩৩৭

হাদীস-১০
হারাম গ্রহণকারীর দু'আ কবূল হয় না

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالٰى: "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا"، وَقَالَ تَعَالٰى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنّٰى يُسْتَجَابُ لَهُ؟". رواه مسلم.

অনুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। একমাত্র পবিত্র বস্তুকেই তিনি কবূল করেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে যা আদেশ করেছেন মুমিনগণকে তাই আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা রাসূলগণের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেছেন: "হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র খাবার গ্রহণ করুন এবং নেক আমল করুন।" আর মুমিনদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেছেন: "হে মুমিনগণ, আমার দেয়া পবিত্র রিযিক থেকে খাও।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফর করছে, তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীর ধূলামলিন (অর্থাৎ এমন মুসাফির, যার দুআ সহজে কবূল হয়), এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বলে- ইয়া রব, ইয়া রব, কিন্তু তার খাদ্যদ্রব্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম আর হারামই তার খাদ্য; ঐ ব্যক্তির দুআ কিভাবে কবূল হতে পারে? (মুসলিম)[১০]

হাদীস-১১
খটকা সৃষ্টিকারী বিষয় পরিহার করা

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُوْلِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَيْحَانَتِهِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، "دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلٰى مَا لَا يُرِيبُكَ".

رواه الترمذي ، والنسائي ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

---

[১০] মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাব- باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيته হাদীস নং ১০১৫

অনুবাদ: হযরত আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনু আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৌহিত্র ও তাঁর সুগন্ধিসম, আল্লাহ তাঁর ও তাঁর পিতার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই উক্তি ভালোভাবে স্মরণ রেখেছি যে, (তিনি বলেছেন) যে কাজে মনে খটকা লাগে তা পরিহার করে যাতে খটকা লাগে না তা অবলম্বন কর। (তিরমিযী, নাসাঈ)[১১]

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

হাদীস-১২
অহেতুক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ".

حديث حسن، رواه الترمذي ، ابن ماجه.

অনুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো অহেতুক বিষয় পরিত্যাগ করা।

হাদীসটি হাসান। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজা এটি বর্ণনা করেছেন।[১২]

হাদীস-১৩
নিজের জন্য যা পছন্দ অন্যের জন্য তা পছন্দ করা

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ". رواه البخاري ، ومسلم.

---

[১১] ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা ইবনে সাওরাহ আত তিরমিযী, আল জামিঈ আস সহীহ, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাতি ওয়াল ওয়ারঈ আন রাসূলিল্লাহ (সা.), বাব- শিরোনামহীন, হাদীস নং ২৫১৮; ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইবনু শুআইব আন নাসাঈ, আস সুনানুল কুবরা, কিতাবুল আশরিবাহ, বাব- الحث على ترك الشبهات হাদীস নং ৫৭১১

[১২] তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ আন রাসূলিল্লাহ (সা.), বাব- শিরোনামহীন, হাদীস নং ২৩১৮; ইমাম আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ, সুনানু ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব- باب كف اللسان في الفتنة হাদীস নং ৩৯৭৬

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদিম হযরত আবূ হামযাহ আনাস ইবনু মালিক (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে অন্যের জন্য তা ভালো না বাসবে। (বুখারী ও মুসলিম)[১৩]

হাদীস-১৪
মুসলমানদের রক্তপাত করা বৈধ নয়

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ". رواه البخاري ، ومسلم.

অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, তার রক্ত তিনটি কারণের কোনো একটি কারণ ব্যতীত হালাল হবে না : ১. বিবাহিত ব্যভিচারী ২. জানের বদলে জান (হত্যার বদলে হত্যা), এবং ৩. দীন-ইসলাম ত্যাগকারী, যে মুসলিম জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। (বুখারী ও মুসলিম)[১৪]

হাদীস-১৫
প্রতিবেশী ও মেহমানের প্রতি কর্তব্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ

---

[১৩] বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব-باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه হাদীস নং ১৩; মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব- باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير হাদীস নং ৪৫

[১৪] বুখারী, কিতাবুদ দিয়াত, বাব- باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف... হাদীস নং ৬৪৮৪; মুসলিম, কিতাব- كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات বাব- باب ما يباح به دم المسلم হাদীস নং ১৬৭৬

الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ".رواه البخاري ومسلم.

অনুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে যেন মেহমানের সম্মান করে। (বুখারী ও মুসলিম)[১৫]

হাদীস-১৬
রাগান্বিত না হওয়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنْ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْصِنِي. قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ" .رواه البخاري.

অনুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, রাগ করবে না। লোকটি কয়েকবার একই কথা বলল (অর্থাৎ আমাকে উপদেশ দিন)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রত্যেক বার) বললেন, তুমি রাগ করবে না। (বুখারী)[১৬]

হাদীস-১৭
সর্বক্ষেত্রে উত্তম ব্যবহার করা

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ".رواه مسلم.

---

[১৫] বুখারী, কিতাবুল আদব, বাব- باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره হাদীস নং ৫৬৭২; মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব- باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان হাদীস নং ৪৭

[১৬] বুখারী, কিতাবুল আদব, বাব- باب الحذر من الغضب হাদীস নং ৫৭৬৫

অনুবাদ: হযরত আবূ ইয়া'লা শাদ্দাদ ইবনু আউস (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জিনিসের প্রতি সদ্ব্যবহার (দয়া ও অনুগ্রহ) করাকে আবশ্যক করেছেন। সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তিকে (কিসাস বা অনুরূপ কারণে) হত্যা করবে তখন উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে আর যখন কোনো প্রাণীকে যবেহ করবে তখন উত্তমরূপে যবেহ করবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যবেহ করবে সে যেন তার ছুরি ধারালো করে নেয় এবং যবেহের পশুকে আরাম দেয় (অর্থাৎ কষ্ট না দেয়)। (মুসলিম)[১৭]

হাদীস-১৮

আল্লাহর ভয় ও ভালো কাজ করা

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ" .

رواه الترمذي وقال : حديث حسن وفي بعض النسخ : حسن صحيح.

অনুবাদ: হযরত আবূ যর জুনদুব ইবনু জুনাদাহ ও আবূ আবদির রাহমান মুআয ইবনু জাবাল (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করবে। কোনো মন্দ কাজ করে ফেললে এর পরপরই ভালো কাজ করবে। ভালো কাজ মন্দ কাজকে মুছে ফেলবে। আর উত্তম আচরণ দ্বারা মানুষের সাথে মেলামেশা করবে। (তিরমিযী)[১৮]

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। তিরমিযী শরীফের কোনো কোনো নুসখায় আছে, হাদীসটি হাসান সহীহ।

---

[১৭] মুসলিম, কিতাবুস সায়দি ওয়ায যাবাইহ, বাব- باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة হাদীস নং ১৯৫৫

[১৮] তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ আন রাসূলিল্লাহ (সা.), বাব-ما جاء في معاشرة الناس হাদীস নং ১৯৮৭

হাদীস-১৯
আল্লাহর নিকট চাওয়া ও তাঁর উপর নির্ভরতা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: "كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامِ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: إِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، إِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلىٰ أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ؛ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ"رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ: "إِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُكَ فِي الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنْ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا".

অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সওয়ারীর পিছনে বসা ছিলাম। তখন তিনি (আমাকে লক্ষ্য করে) বললেন, হে বৎস! তুমি আল্লাহর বিধানসমূহ রক্ষা করো (মেনে চলো), আল্লাহ তোমাকে হিফাযতে রাখবেন। তুমি আল্লাহর হক আদায় করো, তাহলে তাকে তোমার সামনে পাবে। যখন তুমি চাইবে তখন আল্লাহর নিকটই চাইবে আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করবে। জেনে রাখো, যদি সমগ্র জাতি একত্রিত হয়ে তোমার কোনো উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা ব্যতীত তোমার কোনো উপকার তারা করতে পারবে না। পক্ষান্তরে তারা (সমগ্র জাতি) যদি একত্রিত হয়ে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা ব্যতীত আর কোনো ক্ষতি তারা করতে পারবে না। কেননা, কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিপি শুকিয়ে গেছে। (তিরমিযী)।

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।[১৯]

[১৯] তিরমিযী, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাতি ওয়াল ওয়ারঈ আন রাসূলিল্লাহ (সা.), বাব- শিরোনামহীন, হাদীস নং ২৫১৬

তিরমিযী ভিন্ন অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহকে স্মরণে রাখবে তখন তাঁকে তোমার সামনে পাবে। স্বচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ রাখলে বিপদের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন। জেনে রাখো, যা তুমি পাওনি তা তোমার পাওয়ার ছিল না আর যা তুমি পেয়েছ তা তুমি না পেয়ে থাকতে না। আরো জেনে রাখো, নিশ্চয় ধৈর্যধারণের মধ্যে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে, আর কষ্টের সাথে রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য আর দুঃখের সাথে রয়েছে সুখ।[২০]

হাদীস-২০
লজ্জাশীলতা

عَنْ اَبِيْ مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، "إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولٰى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ" . رواه البخاري.

অনুবাদ: হযরত আবূ মাসঊদ উকবাহ ইবনু আমর আল আনসারী আল-বদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পূর্ববর্তী নবীদের বাণী থেকে মানুষ যা পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে- যখন তুমি লজ্জাবোধ করবে না (অর্থাৎ লজ্জাহীন হয়ে পড়বে) তখন যা ইচ্ছা তাই করো। (বুখারী)[২১]

হাদীস-২১
ঈমানের উপর অবিচল থাকা

عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقِيلَ: أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ؛ قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ" . رواه مسلم.

অনুবাদ: হযরত আবূ আমর, কারো কারো মতে আবূ আমরাহ সুফিয়ান ইবনু আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাকে ইসলামের বিষয়ে এমন একটি কথা বলুন যে সম্পর্কে আমি আপনি ছাড়া অন্য কাউকে আর জিজ্ঞাসা করব না। রাসূলুল্লাহ

---

[২০] বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-২০৩, হাদীস নং- ১০০০১ (শব্দের ভিন্নতাসহ); মুসনাদু আহমদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৯, হাদীস নং ২৮০৪ (শব্দের ভিন্নতাসহ)

[২১] বুখারী, কিতাবুল আদব, বাব- باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت হাদীস নং ৫৭৬৯

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বলো- 'আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি' অতঃপর এর উপর অবিচল থাকো। (মুসলিম)[২২]

হাদীস-২২
বেহেশত লাভের মাধ্যম

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلىٰ ذٰلِكَ شَيْئًا؛ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ". رواه مسلم.

অনুবাদ: হযরত আবূ আবদিল্লাহ জাবির ইবনু আবদিল্লাহ আল আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলো, আমি যদি ফরয নামায আদায় করি, রামাদানের রোযা রাখি, হালালকে হালাল হিসেবে জানি, হারামকে হারাম হিসেবে জানি আর এর অতিরিক্ত কিছু না করি, তাহলে আমি কি বেহেশতে প্রবেশ করব বলে আপনি মনে করেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, হ্যাঁ। (মুসলিম)[২৩]

হাদীস-২৩
কয়েকটি তাসবীহ ও নেক আমলের ফযীলত

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، "الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ –أَوْ: تَمْلَأُ– مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا". رواه مسلم.

অনুবাদ: হযরত আবূ মালিক হারিস ইবনুল আশআরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। 'আলহামদুলিল্লাহ' মিযান (আমলের পাল্লা) পূর্ণ করে। 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল

---

[২২] মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব- بَابُ جَامِعِ أَوْصَافِ الإِسْلَامِ হাদীস নং ৩৮

[২৩] মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব- ... باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة হাদীস নং ১৫

হামদুলিল্লাহি' আসমান ও যমীনের মধ্যে যা আছে তা পূর্ণ করে। নামায হলো নূর বা আলো। সদকা হলো দলীল বা প্রমাণ (সদকাদাতার পক্ষে)। সবর বা ধৈর্য হলো জ্যোতি। আর কুরআন হলো তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে নিজের আত্মাকে ক্রয়-বিক্রয় করে। হয়তো সে তাকে মুক্ত করে নয়তো ধ্বংস করে। (মুসলিম)[২৪]

হাদীস-২৪
অন্যের উপর যুলুম করা হারাম

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالىٰ، أَنَّهُ قَالَ: "يَا عِبَادِي: إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِي، وَجَعَلْتُه بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تُظَالِمُوْا. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُوْنِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُوْنِي أُطْعِمْكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُوْنِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيعًا؛ فَاسْتَغْفِرُوْنِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّوْنِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُوْنِي. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلٰى أَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلٰى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُوْنِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ". رواه مسلم.

অনুবাদ : হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বরকতময় ও

[২৪] মুসলিম, কিতাবুত তাহারাহ, বাব- باب فضل الوضوء হাদীস নং ২২৩

মহান রব (আল্লাহ তা'আলা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে আমার বান্দাগণ, আমি যুলুমকে আমার উপর হারাম করে দিয়েছি এবং তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের উপর যুলুম করো না।

হে আমার বান্দাগণ! যাকে আমি হিদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমরা সকলে পথভ্রষ্ট। সুতরা তোমরা আমার কাছে হিদায়াত চাও, আমি তোমাদের হিদায়াত দান করব। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে খাদ্য দিয়েছি সে ছাড়া তোমরা সকলে ক্ষুধার্ত (অভাবী)। সুতরাং তোমরা আমার নিকট খাদ্য চাও, আমি তোমাদের খাদ্য দান করব।

হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে বস্ত্র দিয়েছি সে ছাড়া তোমরা সবাই বস্ত্রহীন। সুতরাং তোমরা আমার নিকট বস্ত্র চাও, আমি তোমাদের বস্ত্র দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতদিন গোনাহ কর, আর আমি তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কখনো আমার ক্ষতি করার সামর্থ রাখো না যে আমার ক্ষতি করবে এবং কখনো আমার উপকার করার ক্ষমতা রাখো না যে আমার উপকার করবে।

হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে পরহেযগার একজনের হৃদয়ের মতো হয়ে যায় তাহলে তা আমার রাজত্বে কিছুই বৃদ্ধি করবে না। আর তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে পাপী একজনের হৃদয়ের মতো হয়ে যায় তাহলে তা আমার রাজত্বে কিছুই কমাতে পারবে না।

হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি কোনো ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায় এবং আমি প্রত্যেকের চাওয়া পূরণ করে দেই তবে আমার নিকট যা আছে তা থেকে সমুদ্রে সুঁই রাখলে যতটা কম হয় তা ব্যতীত আর কিছু কম হবে না।

হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমলকে তোমাদের জন্য গণণা করে রাখি অতঃপর এর যথাযথ প্রতিফল দান করব। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তম ফল লাভ করবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে এর বিপরীত ফল লাভ করবে সে যেন নিজেকেই ধিক্কার দেয়।[২৫]

---

[২৫] মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদব, বাব- بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ হাদীস নং ২৫৭৭

হাদীস-২৫
প্রত্যেক ভালো কাজই সদকা

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَيْضًا، "أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا لِلنَّبِيِّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالْأُجُوْرِ؛ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُوْنَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذٰلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ". رواه مسلم.

অনুবাদ: হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যকার একদল লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ধনী লোকেরা সওয়াবের ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে। আমরা যেমন নামায পড়ি তারাও তেমন নামায পড়ে, আমরা যেমন রোযা রাখি তারাও তেমন রোযা রাখে। আর তারা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সদকা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যে সদকা কর আল্লাহ কি তার প্রতিদান তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে রাখেননি? নিশ্চয় প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) একটি সদকা, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহ আকবার বলা) একটি সদকা, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ বলা) একটি সদকা, প্রত্যেক তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা) একটি সদকা, ভালো কাজের আদেশ দেয়া একটি সদকা, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করাও একটি সদকা। এমনকি স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদকা। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের কেউ তার কাম চরিতার্থ করবে (যৌন আকাঙ্ক্ষাসহ স্ত্রী সহবাস করবে) আর এতেও কি সে সওয়াব পাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তোমাদের কেউ তার যৌন চাহিদাকে হারাম ক্ষেত্রে ব্যবহার করত, তবে তার গুনাহ হতো বলে কি তোমরা মনে করো? অনুরূপভাবে একে হালাল ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে সে সওয়াব পাবে। (মুসলিম)[২৬]

[২৬] মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাব- باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف হাদীস নং ১০০৬

হাদীস-২৬
প্রত্যেক নেক কাজই সদকা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "كُلُّ سُلَامىٰ مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيْطُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ".

رواه البخاري ومسلم.

অনুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সূর্য উদিত হয় এমন প্রত্যেক দিনে মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পরিবর্তে একটি সদকা প্রদান করা উচিত। দু'জনের মধ্যে ন্যায় বিচার করা একটি সদকা, কোনো মানুষকে তার সওয়ারীতে আরোহনে সাহায্য করা, যাতে সে এতে আরোহন করতে পারে, এরূপ সাহায্য করাও একটি সদকা অথবা তার মালামাল বাহনের উপর উঠাতে সাহায্য করাও একটি সদকা। কারো সাথে উত্তম কথা বলাও একটি সদকা। নামাযের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপও একটি সদকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করাও একটি সদকা। (বুখারী ও মুসলিম)[২৭]

হাদীস-২৭
মনে খটকা সৃষ্টিকারী বিষয়ই হলো পাপ

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِك، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ". رواه مسلم.

وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ الْبِرِّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فقَالَ: إِسْتَفْتِ قَلْبَكَ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ

---

[২৭] বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাব- باب من أخذ بالركاب ونحوه হাদীস নং ২৮২৭; মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাব- باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف হাদীস নং ১০০৯

أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ" . حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدرامي بإسناد حسن.

অনুবাদ: হযরত নাওয়াস ইবনু সামআন (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পুণ্য বা সদাচার হলো উত্তম চরিত্র। আর পাপ হলো এমন কাজ যা তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং মানুষ যা জেনে যাওয়াকে তুমি অপছন্দ করো। (মুসলিম)[২৮]

আর হযরত ওয়াবিসা ইবনু মা'বাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি কি পুণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার মনকেই জিজ্ঞাসা করো (পুণ্য কি?)। যাতে তোমার আত্মা প্রশান্তি লাভ করে এবং অন্তর পরিতৃপ্ত হয় তাই পুণ্য। আর পাপ হলো তাই, যা মনের মধ্যে খটকা লাগায় ও অন্তরের মধ্যে দ্বিধা-সন্দেহ সৃষ্টি করে, যদিও মানুষ এর পক্ষে মত প্রকাশ করে থাকে।

হাদীসটি হাসান। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল ও দারিমী স্ব স্ব মুসনাদে হাসান সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[২৯]

হাদীস-২৮

রাসূল (সা.) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: "وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: أُوصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرٰى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ".رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح

---

[২৮] মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদব, বাব- بَاب تَفْسِيرِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ হাদীস নং ২৫৫৩

[২৯] মুসনাদু আহমদ, মুসনাদুশ শামিয়্যিন, হাদীসু ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ আল আসদী; মুসনাদ আদ দারিমী, কিতাবুল বয়ূ', বাব-باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

অনুবাদ: হযরত আবূ নাজীহ ইরবাদ ইবনু সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এমন উপদেশ দিলেন যাতে অন্তরসমূহ বিগলিত এবং চোখসমূহ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লো। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মনে হচ্ছে এটি বিদায়ী উপদেশ। সুতরাং আমাদের ওসিয়ত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের ওসিয়ত করছি- আল্লাহকে ভয় করার এবং নেতার আদেশ শ্রবণ ও তার আনুগত্য করার, যদি কোনো ক্রীতদাসও তোমাদের নেতৃত্বে আসীন হয়। তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা অচিরেই অনেক ইখতেলাফ (মতবিরোধ) লক্ষ্য করবে। এমতাবস্থায় তোমরা আমার সুন্নাহ ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে, একে দাঁত দ্বারা শক্ত করে কামড়ে ধরবে। আর তোমরা নতুন নতুন বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন আবিষ্কারই হলো গুমরাহী। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)[৩০]

ইমাম তিরমিযী (রা.) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

হাদীস-২৯
সফলতা ও কল্যাণের দ্বার

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدْنِي مِنْ النَّارِ، قَالَ: "لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلٰى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّك عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ تَلَا:" تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ" حَتَّى بَلَغَ "يَعْمَلُوْنَ"، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُوْدِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلٰى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ؟ فَقُلْتُ: بَلٰى يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ: كُفَّ عَلَيْك هٰذَا. قُلْت: يَا نَبِيَّ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟

---

[৩০] আবূ দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাব- باب في لزوم السنة হাদীস নং ৪৬০৭; তিরমিযী, কিতাবুল ইলম আন রাসূলিল্লাহ (সা.), বাব-ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع হাদীস নং ২৬৭৬

فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلٰى وُجُوهِهِمْ – أَوْ قَالَ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ– إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟" .رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح

অনুবাদ: হযরত মুআয ইবনু জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে) বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে এবং দোযখ থেকে দূরে রাখবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি একটি বড় বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। তবে আল্লাহ যার জন্য সহজ করে দেন তার জন্য এটি সহজ বিষয়। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রামাদানের রোযা রাখবে, বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ কি দেখিয়ে দেব না? (জেনে রাখো) রোযা হলো ঢাল স্বরূপ। আর দান-খয়রাত গোনাহকে এমনভাবে নিভিয়ে ফেলে যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। মানুষের মধ্য রাত্রির নামাযও অনুরূপ (গুনাহকে মিটিয়ে দেয়)। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (তাদের পার্শ্বসমূহ বিছানা থেকে পৃথক থাকে) এমনকি তিনি يَعْمَلُونَ পর্যন্ত (অর্থাৎ আয়াতের শেষ পর্যন্ত) পৌঁছলেন।

এরপর বললেন, আমি কি তোমাকে বলে দিব না যে দীনের মূল ও স্তম্ভ কি, আর এর উচ্চশিখরই বা কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ (বলে দিন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দীনের মূল হলো ইসলাম (অর্থাৎ ঈমান), এর স্তম্ভ হলো- নামায, আর এর উচ্চশিখর হলো জিহাদ। এরপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে বলে দেব না এ সবগুলোর ভিত্তি কি? আমি বললাম, হ্যা, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তখন তিনি তাঁর জিহ্বা ধরে বললেন, একে সংযত রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী, আমরা যা বলে থাকি তার জন্যও কি আমাদের (কিয়ামতের দিন) পাকড়াও করা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সর্বনাশ! কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের চেহারার উপর উপুড় করে অথবা তিনি বলেছেন, নাকের উপর উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এটা তো তাদের মুখের অসংযত কথা ছাড়া আর কি কারণে? (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।[৩১]

[৩১] তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান আন রাসূলিল্লাহ (সা.), বাব-ما جاء في حرمة الصلاة হাদীস নং ২৬১৬

হাদীস-৩০

ফরয কর্ম সম্পাদন করা এবং সীমালঙ্ঘন না করা

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِبٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "إِنَّ اللهَ تَعَالٰى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا".حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.

অনুবাদ: হযরত আবূ সা'লাবা আল খুশানী জুরছুম ইবনু নাশিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কিছু জিনিসকে ফরয করে দিয়েছেন, তোমরা এগুলোকে বিনষ্ট করবে না (পরিত্যাগ করবে না)। এমনিভাবে তিনি কিছু সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা লঙ্ঘন করবে না এবং কিছু জিনিস হারাম করে দিয়েছেন তোমরা এগুলোতে লিপ্ত হবে না। আর তিনি ভুলে নয় বরং তোমাদের প্রতি দয়াবশত: কিছু বিষয়ে নীরব থেকেছেন, সেগুলো সম্পর্কে খোঁজাখুঁজি করবে না।

হাদীসটি হাসান। দার কুতনী ও অন্যরা এটি বর্ণনা করেছেন।[৩২]

হাদীস-৩১

আল্লাহর ভালোবাসা ও মানুষের ভালোবাসা অর্জনের উপায়

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! دُلَّنِي عَلٰى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؛ فَقَالَ: "اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ" . حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة.

অনুবাদ: হযরত আবুল আব্বাস সাহল ইবনু সা'দ আস সা'ঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা

[৩২] দার কুতনী, আস সুনান, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৮৪, হাদীস নং ৪২; বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১২, হাদীস নং ২০২১৭

করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষেরাও আমাকে ভালোবাসবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি দুনিয়া ত্যাগ করো, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের নিকট যা আছে তার প্রতি লালসা পরিত্যাগ করো, মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।

হাদীসটি হাসান। ইমাম ইবনে মাজা ও অন্যরা হাসান সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।[৩৩]

হাদীস-৩২
কারো ক্ষতি না করা

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" .

حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطإ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا .

অনুবাদ: হযরত আবূ সাঈদ সা'দ ইবনু মালিক ইবনে সিনান আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কারো ক্ষতি করবে না এবং ক্ষতির সম্মুখীনও হবে না।

হাদীসটি হাসান। ইবনু মাজাহ, দার কুতনী ও অন্যরা মুসনাদরূপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মালিক (র.) মুওয়াত্তা'র মধ্যে মুরসাল হিসেবে—আমর ইবনু ইয়াহইয়া থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে—এরূপ সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-কে বাদ দিয়েছেন। এ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, যার একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে।[৩৪]

---

[৩৩] ইবনু মাজাহ, কিতাবুয যুহদ, বাব-باب الزهد في الدنيا হাদীস নং ৪১০২; তাবারানী, আল মুজামুল কাবীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৯৩, হাদীস নং ৫৯৭২

[৩৪] ইবনু মাজাহ, কিতাবুল আহকাম, বাব-باب من بنى في حقه ما يضر بجاره হাদীস নং ২৩৪১; দার কুতনী, কিতাবুল বুয়ূ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭৭, হাদীস নং ২৮৮; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল আকদিয়াহ, বাব- باب القضاء في المرفق খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৪৫, হাদীস নং ১৪২৯

হাদীস-৩৩
সাক্ষ্য প্রমাণ বাদীপক্ষের, শপথ বিবাদীর

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "لَوْ يُعْطٰى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعٰى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لٰكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلٰى مَنْ أَنْكَرَ" .حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.

অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি বাদীপক্ষের দাবীর ভিত্তিতে রায় প্রদান করা হয় তাহলে অনেক মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের সম্পদ ও রক্ত দাবী করে বসবে। বস্তুত (মূলনীতি হলো) বাদীপক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করবে আর (তারা এতে ব্যর্থ হলে) বিবাদীপক্ষের উপর কসম করা অনিবার্য হবে।

হাদীসটি হাসান। ইমাম বায়হাকী ও অন্যরা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৩৫] হাদীসের অংশবিশেষ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।

হাদীস-৩৪
মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ" . رواه مسلم.

অনুবাদ: হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে কোনো মন্দ কাজ দেখে সে যেন নিজ হাতে তা প্রতিহত করে। যদি এতে সক্ষম না হয় তাহলে মুখ দ্বারা যেন এর প্রতিবাদ করে। আর এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা যেন ঘৃণা করে। আর এটি হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর। (মুসলিম)[৩৬]

---

[৩৫] বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, কিতাবুদ দাওয়া ওয়াল বায়্যিনাত, বাব- باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ২৫২, হাদীস নং ২১৭৩৩

[৩৬] মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব- باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان হাদীস নং ৪৯

হাদীস-৩৫
মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " لَا تَحَاسَدُوْا، وَلَا تَنَاجَشُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوٰى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلٰى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ" .رواه مسلم.

অনুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা পরস্পর হিংসা পোষণ করো না, ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি করো না, পরস্পর শত্রুতা পোষণ করো না, একে অন্যের পেছনে লেগো না, একজনের দর-দামের উপর অন্যজন দর-দাম করো না। বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকো। (জেনে রাখো) এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। তাই সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে লাঞ্ছিত করবে না, তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে না এবং তাকে হীন মনে করবে না। 'তাকওয়া (খোদাভীতি) এইখানে' একথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্ষের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করলেন। (তিনি আরও বললেন) কোনো ব্যক্তির মন্দ কাজ হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট যে সে তার মুসলিম ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করে। বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান সবকিছুই হারাম। (মুসলিম)[৩৭]

হাদীস-৩৬
মানুষের কষ্ট লাঘব ও
সম্মিলিতভাবে কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ

---

[৩৭] মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদব, باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله হাদীস নং ২৫৬৪

عَلٰى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُوْنَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبَطْأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ".رواه مسلم بهذا اللفظ.

অনুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়ার কষ্টসমূহের মধ্য থেকে কোনো কষ্ট দূর করে দেবে আল্লাহ তার কিয়ামত দিবসের কষ্টসমূহের মধ্য থেকে একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্থ ব্যক্তির অভাব (সাহায্যের দ্বারা) সহজ করে দিবে আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়কে সহজ করে দিবেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দার সহযোগিতায় থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার অপর ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার জন্য বেহেশতের পথ সহজ করে দেন। যখন কোনো দল আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব (কুরআন শরীফ) তিলাওয়াত করে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে তা আলোচনা করে তখন তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, রহমত তাদের ঢেকে ফেলে, ফেরেশতাগণ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন এবং আল্লাহ তাআলা তার নিকটস্থ ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।

ইমাম মুসলিম অনুরূপ শব্দে বর্ণনা করেছেন।[৩৮]

---

[৩৮] মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দু'আ ওয়াত তাওবাহ, باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر হাদীস নং ২৬৯৯

হাদীস-৩৭
নেক কাজের ইচ্ছা করলেও সওয়াব হয়

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلٰى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً".

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.

অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর মহিমান্বিত রব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পুণ্য ও পাপ নির্ধারণ করে তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজের ইচ্ছা করে অতঃপর তা কাজে পরিণত না করে আল্লাহ তাআলা এর জন্য তাঁর নিকট একটি পূর্ণ নেকী লিখে রাখেন। আর নেক কাজের ইচ্ছা করে তা কাজে পরিণত করলে তার জন্য আল্লাহ তাআলা আপন দরবারে দশটি নেকী থেকে শুরু করে সাতশত গুণ এমনকি আরো অনেক অনেক গুণ পর্যন্ত নেকী পর্যন্ত লিখে রাখেন। (অন্যদিকে) যদি সে কোনো পাপ কাজের ইচ্ছা করে অতঃপর তা বাস্তবায়ন না করে তাহলেও তার জন্য আপন দরবারে একটি পূর্ণ নেকী লিখে রাখেন। আর পাপ কাজের ইচ্ছা করে তা কাজে পরিণত করলে মাত্র একটি গুনাহ লিখে রাখেন।

বুখারী ও মুসলিম অনুরূপ শব্দে তাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন।[৩৯]

হাদীস-৩৮
আল্লাহর ওলীদের সাথে শত্রুতার পরিণাম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ اللهَ تَعَالٰى قَالَ: "مَنْ عَادٰى لِي وَلِيًّا فَقَد آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ

[৩৯] বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব- باب من هم بحسنة أو بسيئة হাদীস নং ৬১২৬; মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব- باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب হাদীস নং ১৩১

أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ". رواه البخاري.

অনুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, যে আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমি বান্দার উপর যা ফরয করেছি আমার নিকট তা থেকে অধিক প্রিয় এমন কোনো বিষয় নেই যা দ্বারা বান্দা আমার অধিক নৈকট্য অর্জন করতে পারে। আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমেও আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি আমি তাকে ভালোবেসে নেই। যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে, আমি তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকট কোনো কিছু চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। যদি সে আমার নিকট আশ্রয় চায় তাহলে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দান করি। (বুখারী)[৪০]

হাদীস-৩৯

অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করে দেন

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ" .

حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما.

অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ও ভুল এবং তাদের জোরপূর্বক যে কাজে বাধ্য করা হয় তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

[৪০] বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব- باب التواضع হাদীস নং ৬১৩৭

হাদীসটি হাসান। ইবনে মাজাহ, বায়হাকী ও অন্যরা এটি বর্ণনা করেছেন।[৪১]

হাদীস-৪০

দুনিয়াতে এমন হও যেন একজন অপরিচিত ব্যক্তি কিংবা মুসাফির

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمَنْكِبِي، وَقَالَ: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. رواه البخاري

অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধে ধরলেন (অর্থাৎ কাঁধে হাত রাখলেন) অতঃপর বললেন, তুমি দুনিয়াতে এমন হও যেন তুমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি কিংবা পথ অতিক্রমকারী-মুসাফির।

হযরত ইবনু ওমর (রা.) বলতেন, যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন সকালের আশা রাখবে না। আর যখন সকালে উপনীত হবে তখন সন্ধ্যার আশা রাখবে না। বরং তুমি অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে কাজে লাগাও এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনে কাজে লাগাও। (বুখারী)[৪২]

হাদীস-৪১

রাসূল (সা.) কর্তৃক আনীত বিষয়ের অনুসরণ

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،"لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ".

حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح

---

[৪১] ইবনু মাজাহ, কিতাবুত তালাক, বাব- باب طلاق المكره والناسي হাদীস নং ২০৪৫; বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, কিতাবুল খুলা ওয়াত তালাক, বাব- بَاب مَا جَاءَ فِى طَلَاقِ الْمُكْرَهِ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২৩, হাদীস নং ১৫৪৯০

[৪২] বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব- باب قول النبي (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) হাদীস নং ৬০৫৩

অনুবাদ: হযরত আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার চাহিদা আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুকুলে না হয়।[৪৩]

হাদীসটি হাসান। আমি এটাকে كتاب الحجة[৪৪] থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছি।

হাদীস-৪২

আল্লাহ বান্দার ডাকে সাড়া দেন ও তাকে ক্ষমা করেন

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالىٰ: "يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً" . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح

অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকবে এবং আমার নিকট (ক্ষমা) প্রত্যাশা করবে ততক্ষণ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, তোমার থেকে যতই গোনাহ হোক কেন। আর এতে আমি কোনো পরওয়া করি না।

হে আদম সন্তান! যদি তোমার গোনাহ আকাশ সমান হয়ে যায় অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী সমান ত্রুটি নিয়ে আমার কাছে আস এবং আমার সাথে সাক্ষাত করো এমতাবস্থায় যে, তুমি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করনি, তাহলে আমি সমপরিমান ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাত করবো।

---

[৪৩] আমর ইবনু আবি আসিম আদ দাহকাক, কিতাবুস সুন্নাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩, হাদীস নং ১৫; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাতুল কুবরা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯৮, হাদীস নং ২৯১

[৪৪] এখানে كتاب الحجة বলতে আবুল ফাতহ নসর ইবনু ইবরাহীম আল মুকাদ্দাসী আশ শাফিঈ (র.)-এর كتاب الحجة على تاركي سلوك طريق المحجة উদ্দেশ্য। (ইবনু রজব হাম্বলী, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম)

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান সহীহ বলেছেন।[৪৫]

[৪৫] তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত আন রাসূলিল্লাহ (সা.), বাব- باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده হাদীস নং ৩৫৪০